অ্যাডভান্সড ফটো ইফেক্ট

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ফটোশপ ব্যবহার করে ইউজার একটি ছবিতে নিজের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট দিতে পারেন। এখনকার জনপ্রিয় কিছু ইফেক্ট হলো : কার্টুনাইজ, ওয়াটার কালারাইজ, বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম, ব্লেন্ডিং ইফেক্ট ইত্যাদি। অনেকেই ফেসবুকে নিজেদের ছবি কার্টুনাইজ করতে পছন্দ করেন। ফটোশপ ব্যবহার করে বিভিন্ন উপায়ে একটি ছবিকে কার্টুনাইজ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ লেখায়।

শুরুতেই বলে রাখা ভালো, এই টিউটরিয়ালটি ফটোশপ সিএস ৬-এর জন্য। ফটোশপের অনেকগুলো ভার্সন আছে, যার মধ্যে সিএস ৬ সর্বাধুনিক। পুরনো ভার্সনগুলোর সাথে নতুন ভার্সনগুলোর এডিটিং টুল, ফিল্টারিং অ্যালগরিদমসহ অনেক কিছুতে পার্থক্য আছে। তাছাড়া নতুন ভার্সনগুলো ব্যবহার করাও সহজ।

প্রথমে ফটোশপে একটি ছবি ওপেন করে ডিস্যাচুরেট করতে হবে। অর্থাৎ ছবিটিকে সাদা-কালো করতে হবে। চিত্র-১-এ একই সাথে মূল ছবি এবং ফাইনাল ছবি দেখানো হয়েছে। সাদা-কালো করার জন্য শুধু মূল ছবিটি ওপেন করে ইমেজ ট্যাব থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে ডিস্যাচুরেট অপশন সিলেক্ট করতে হবে। অথবা Shift+Ctrl+U চাপলে সরাসরি ছবিটি ডিস্যাচুরেট হবে যাবে। তবে ভার্সন অনুযায়ী শর্টকাট কিগুলো ভিন্ন হতে পারে।

চিত্র-১

চিত্র-২

এবার ছবিটির একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করতে হবে। লেয়ার ট্যাব থেকে ডুপ্লিকেট অপশন সিলেক্ট করলে একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি হবে। এবার ইমেজ ট্যাব থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অপশনে গিয়ে ইনভার্ট অপশন সিলেক্ট করলে লেয়ারটির কালার ইনভার্ট হবে। লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে কালার ডজ সিলেক্ট করতে হবে। এবার ছবিটিকে একটু ব্লার করা প্রয়োজন। এর জন্য ফিল্টার ট্যাবের ব্লার অপশনে গিয়ে গশিয়ান ব্লার সিলেক্ট করতে হবে। ব্লারের মান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেনো পাওয়া ছবিটি দেখতে চিত্র-২-এর মতো হয়। এক্ষেত্রে ব্লারের মান ৫.৭ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ছবির আউটলাইন বর্ডার বেশ ভালো হয়েছে, তবুও চিহ্নিত অংশগুলো একটু ঘোলা রয়ে গেছে। তাই একটু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এজন্য ছবিটিকে প্রথমে ফ্ল্যাট করতে হবে। বামদিকে লেয়ারে ডান ক্লিক করে ফ্ল্যাটেন ইমেজ অপশন সিলেক্ট করে ফ্ল্যাট করা সম্ভব। এবার ফ্ল্যাট করা লেয়ারের ওপর ডাবল ক্লিক করে নামটি পরিবর্তন করে 'outlining'-এ পরিবর্তন করুন। এবার আউটলাইনিং লেয়ারটির নিচে আরেকটি লেয়ার তৈরি করুন এবং সেটি পেইন্ট বাকেট টুল ব্যবহার করে সাদা রং দিয়ে পূর্ণ করুন। এটি দিয়ে একই পিক্সেলের সম্পূর্ণ এরিয়া কালার করা যায়। নতুন লেয়ারটির নাম দিন bg (অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড)। এবার আউটলাইনিং লেয়ারটির জন্য একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করতে হবে। আউটলাইনিং লেয়ারটি সিলেক্ট করে ফটোশপ উইন্ডোর একদম নিচের দিকে 'add layer mask' নামের একটি বাটন চাপলে সিলেক্ট করা লেয়ারটির একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি হবে। এবার লেয়ার মাস্কটি (মূল লেয়ারটি নয়) সিলেক্ট করে ব্ল্যাক ফোরগ্রাউন্ড সহকারে ব্রাশ টুল দিয়ে রং করলে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ক্লোথ টেক্সচার দূর হবে, যা চিত্র-৩-এ দেখানো হয়েছে। লেয়ার মাস্কের কাজটি শেষ করার পর মূল আউটলাইন লেয়ারটি সিলেক্ট করলে দেখা যাবে টেক্সচারের কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

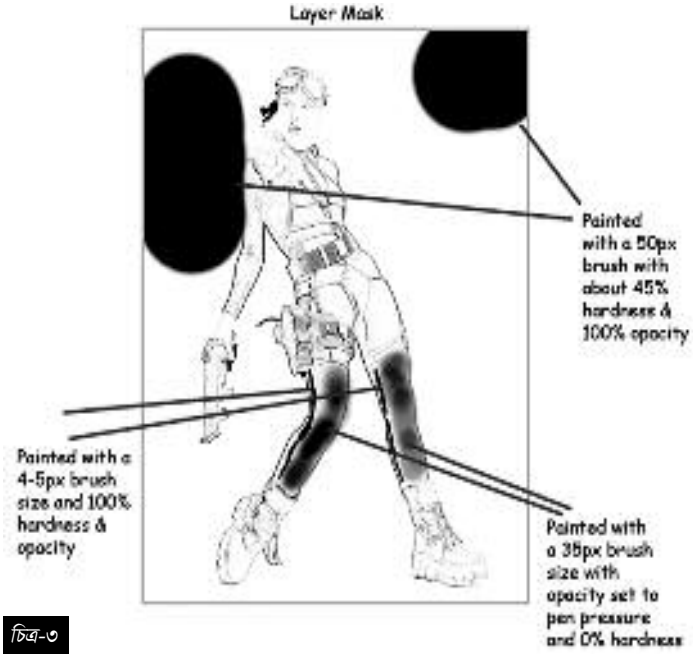

চিত্র-৩

এবার একটু ভিন্ন ধরনের কাজ করতে হবে। ছবির ডিটেইল আরও ভালো করা প্রয়োজন, যাতে ঠিকমতো এডিট করা সম্ভব হয়। এর জন্য আউটলাইন লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড পরিবর্তন করে মাল্টিপ্লাই মোড সিলেক্ট করতে হবে এবং লেয়ারটি কয়েকবার ডুপ্লিকেট করতে হবে, যাতে ছবির বিভিন্ন অংশ আরও ভালোভাবে ফুটে ওঠে। এখানে ব্লেন্ডিং মোড সম্পর্কে একটু বিস্তারিত ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেকোনো লেয়ারের ব্লেন্ডিং মোড থেকে নির্ধারণ করা যায় যে লেয়ারে উপস্থিত কালার কিভাবে থাকবে। ব্লেন্ডিংয়ের জন্য ফটোশপে অনেক ধরনের মোড আছে। একদম প্রথমেই নরমাল মোড অর্থাৎ এটি দেয়া থাকলে লেয়ারের কালার সাধারণভাবে অবস্থান করবে। কিন্তু লেয়ারের ব্লেন্ডিং মোড যদি মাল্টিপ্লাই দেয়া হয়, তাহলে লেয়ারে যে কালারগুলো রাখা হবে সেগুলো একসাথে নতুন কালার ইফেক্ট দেখাবে। অর্থাৎ আরও গাঢ় এবং সুন্দর দেখায়। আর এই গাঢ় দেখানোর কাজটি করতে হয় লেয়ার ডুপ্লিকেট করে। তাহলে একই জায়গায় একই কালারও ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। তাই একই ধরনের দুটি কালার একসাথে ছবিটিকে গাঢ় দেখায়। তবে সবসময় মাল্টিপ্লাই ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ সব ক্ষেত্রে এ ইফেক্ট ভালো দেখায় না। এখানে ছবিটি ৫-৭ বার ডুপ্লিকেট করা হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ছবির জন্য এটি ভিন্নসংখ্যক হতে পারে। ডুপ্লিকেট করার সহজ পদ্ধতি হলো আউটলাইন লেয়ারটি সিলেক্ট ▸

করে cntrl+j চাপলে লেয়ারটির ডুপ্লিকেট তৈরি হবে। আর লেয়ারগুলো ডুপ্লিকেট করলে অনেকগুলো লেয়ার পরপর দেখা যাবে। ইউজারের এতগুলো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে সমস্যা হলে ডুপ্লিকেট করা লেয়ারগুলো মার্জ করে নিতে পারেন। অর্থাৎ সব ডুপ্লিকেট করা লেয়ার একটি একক লেয়ার হিসেবে উপস্থিত থাকবে। এজন্য লেয়ার প্যানেল থেকে ডুপ্লিকেট করা লেয়ারগুলো সিলেক্ট করে ডান বাটন চেপে মার্জ অপশন সিলেক্ট করলে সিলেক্ট করা লেয়ারগুলো মিলে একটি একক লেয়ার তৈরি হবে। এই নতুন লেয়ারের নাম দেয়া যাক 'outlining detail' এবং এর জন্যও একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। এবার 'outlining detail'-এর লেয়ার মাস্কটি সিলেক্ট করে ফোরগ্রাউন্ড কালো রংসহ চিত্র-৪-এর মতো রং করলে মূল ছবিটি আরও ফুটে উঠবে। এখানে যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে তাকে লেয়ার মাস্কিং বলা হয়। এটি সহজে ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয়, এখানে মূল লেয়ারে কালার না করে লেয়ারটির মাস্কে কালার করা হয়, মাস্কের কালারের ওপর নির্ভর করে মূল লেয়ারে কেমন ইফেক্ট পড়বে। মাস্কের যে অংশে কালো কালার করা হবে, মূল লেয়ারের সে অংশের অপাসিটি ১০০% থাকবে। আর মাস্কের যে অংশে সাদা কালার করা থাকবে সে অংশে অপাসিটি ০% থাকবে। এখন ইউজার যদি মাস্কে ৫০% গ্রে কালার ব্যবহার করেন, তাহলে মূল লেয়ারে ওই স্থানের অপাসিটি ৫০% হবে। আউটলাইন লেয়ারটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আরও একটু এডিট করতে হবে। এবার 'lineart' নামে আরেকটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং লেয়ারটি একটু এডিট করুন। ৪-৫ পিক্সেলের ব্রাশ (১০০% হার্ডনেস সহকারে) দিয়ে ছবিটির আউটলাইনগুলো একটু এডিট করুন, যাতে ছবিটি দেখতে কার্টুনের মতো হয়। 'shape dynamics' অন করে এবং 'size Filter' অপশনটি 'pen pressure'-এ সিলেক্ট করে এডিট করলে ছবিটি দেখতে অনেকটাই কার্টুনের মতো হবে। আউটলাইনের এডিটি শেষ হলে 'outlining', 'outlining detail' এবং 'lineart' লেয়ারগুলো মার্জ করে একটি লেয়ার তৈরি করে লেয়ারটির নাম দিন 'Lineart'।

এবার কালারিংয়ের কাজ। 'base colors' নামে একটি লেয়ার তৈরি করুন এবং লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড মাল্টিপ্লাইয়ে সিলেক্ট করুন। খেয়াল রাখতে হবে পেন ট্যাবলেটের 'phase dynamics' মোডটি যেনো অন থাকে এবং paint-এর অপাসিটি যেনো ১০০% থাকে। যদি পেন ট্যাবলেট না থাকে, তাহলে পেন টুল ব্যবহার করে সিলেকশনের কাজ করতে হবে। ছবিটিকে চিত্র-৫-এর মতো সিলেক্ট করে সিলেকশনের ভেতরে ডান বাটন ক্লিক করে মেক সিলেকশন অপশনটি সিলেক্ট করুন এবং ফেদার রেশিও ০-তে রাখুন।

সিলেকশন শেষ হলে ফোরগ্রাউন্ড কালার করতে হবে। এক্ষেত্রে #fedbc9 রং ব্যবহার করা হয়েছে। atl+backspace চাপলে সিলেক্টেড অংশের ফোরগ্রাউন্ড কালার করা যাবে অথবা পেইন্ট বাকেট টুলও ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে 'base colors' লেয়ারের বিভিন্ন অংশের ফোরগ্রাউন্ড নিজের ইচ্ছেমতো রং করে নিন। ভুলবশত সিলেকশনের বাইরে কালার চলে গেলে ইরেজার ব্যবহার করে তা মুছে ফেলা যাবে। এখানে চিত্র-৬-এর মতো ফোরগ্রাউন্ডের কালার করা হয়েছে।

কালারিং শেষে ছবির ডেপথ বাড়ানো যাক। কিছু হাইলাইটস এবং শ্যাডো ব্যবহার করে এটি করা সম্ভব। এখানে ডেপথ বাড়ানোর কাজটি আলাদা একটি লেয়ারে করুন। নতুন লেয়ারটির নাম দিন 'highlights/shadow' এবং লেয়ারটির ওপর ডান ক্লিক করে 'creat clipping mask' অপশনটি সিলেক্ট করুন। ক্লিপড করার ফলে এই লেয়ারটির উপাদানগুলো শুধু বেস লেয়ারে দেখা যাবে।

এখন কাজ হলো ছবির লাইট সোর্স ঠিক করা। পরিমাণমতো লাইট সোর্স ঠিক করে দিলে ছবির ডেপথ অ্যাডজাস্ট হবে অর্থাৎ ছবিটির শ্যাডো ঠিকভাবে বোঝা যাবে। লাইট সোর্স ঠিক করার নিয়ম হলো, ছবির যেসব অংশে অন্ধকার থাকা উচিত সেসব অংশে শেডিং করতে হবে আর যেসব অংশ উজ্জ্বল হওয়া উচিত সেসব অংশ হাইলাইট করতে হবে। মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে এডিট করলে অপাসিটি ৩০%-৪০% সহকারে ব্রাশ ব্যবহার করাই ভালো। চিত্র-৭-এ দেখানো হলো কোথায় কতটুকু পরিমাণে শেডিং এবং হাইলাইট করতে হবে। কাজ শেষ হলে base color লেয়ারে ছবিটি আরও সুন্দর দেখাবে। সবশেষে একটি স্ক্রিন টোন দিতে হবে। ইন্টারনেট থেকে পছন্দমতো একটি স্ক্রিন টোন ডাউনলোড করে ইমপোর্ট করে দিন 'screen tone' নামের একটি লেয়ারে। খেয়াল রাখতে হবে, লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড যেনো মাল্টিপ্লাইয়ে সিলেক্ট করা থাকে। স্ক্রিন টোন লেয়ারে একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন এবং ১২০-১৩০ পিক্সেলের ব্রাশ (৮০% হার্ডনেস) সহকারে চিত্র-৮-এর মতো কালার করুন। এবার ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়ার জন্য ছবিটিকে ফ্ল্যাট করতে হবে। ফ্ল্যাট করার পর background লেয়ারের নাম 'girl' দিন। এখন সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে ফেলার জন্য ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল সিলেক্ট করুন (টলারেন্স = ৩২) এবং ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করুন। shift চেপে সিলেক্ট করলে মূল ছবির ভেতরের অংশ ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সিলেক্ট করা যাবে (চিত্র-৯)। ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করা হলে লেয়ার ট্যাবে গিয়ে layer mask-এ hide selection অপশন সিলেক্ট করলে সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডটি মুছে যাবে এবং ইমপোর্ট করা ব্যাকগ্রাউন্ডটি চলে আসবে।

চিত্র-৪

চিত্র-৫

চিত্র-৬

চিত্র-৭

এবার girl লেয়ারের নিচে background নামে আরেকটি লেয়ার তৈরি করুন এবং #f07e0f কালার দিয়ে পূর্ণ করুন। background লেয়ারের উপরে Zoom Lines নামে আরেকটি লেয়ার তৈরি করুন। ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে তা ৮ পিক্সেল এবং হার্ডনেস ১০০%-এ সেট করুন।

চিত্র-৮

ব্রাশ টুল সিলেক্ট অবস্থায় ব্রাশ প্যানেলে ক্লিক করুন, Brush Tip Shape সিলেক্ট করে Spacing ১৭৫%-এ সেট করুন, Shape Dynamics সিলেক্ট করে Size Filter ১০০%-এ সেট করুন এবং সাথে ফোরগ্রাউন্ডের রং সাদা করে দিন। এবার girl লেয়ারটি হাইড করুন, shift চেপে মাঝ বরাবর ব্রাশ টুল দিয়ে 'zoom lines' লেয়ারের ওপর ভূমির সমান্তরাল একটি রেখা টানুন। লাইনটি পরিবর্তন করতে Cntrl+t চাপুন। এবার alt চেপে মাঝের বক্সটি মাঝামাঝি রাখুন।

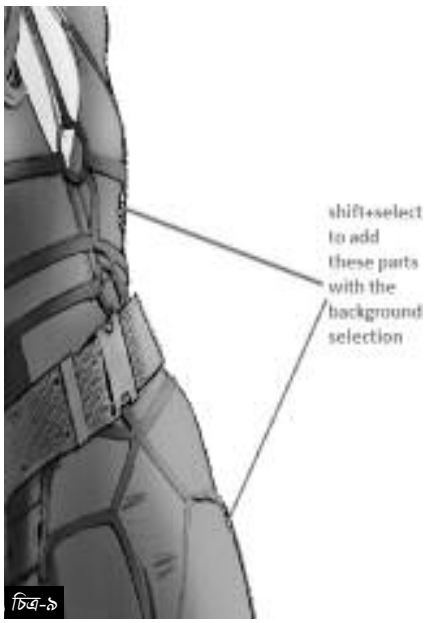

চিত্র-৯

এখন Filter ট্যাবের Distort অপশনে গিয়ে Polar Coordinates সিলেক্ট করুন। সেখানে Rectangular to Polar সিলেক্ট করুন। Cntrl+t চাপার পর Alt+Shift চেপে রিসাইজ করুন। এবার আবারও ফিল্টার ব্লারে গিয়ে গশিয়ান ব্লার সিলেক্ট করে ১৪.৮-এ সেট করুন। এবার zoom lines লেয়ারের অপাসিটি ৫২%-এ সেট করুন এবং girl লেয়ারটি আনহাইড করুন।

এভাবে ফটোশপ ব্যবহার করে যেকোনো ছবিকে কার্টুন ছবিতে পরিণত করা যায়। এখানে কার্টুন ছবি বানানোর একটি সাধারণ ধারণা দেয়া হলো। এর সাথে আরও ইফেক্ট দিয়ে আরও সুন্দরভাবে এডিট করা সম্ভব। তবে ইউজার ওয়াটার কালারের মাধ্যমে ছবি কার্টুনাইজ করতে পছন্দ করেন। ইউজার যেভাবেই যে ধরনের ইফেক্টই দিন না কেন, ফটোশপের গুরুত্বপূর্ণ টুল ও এডিট অপশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। যেমন, একটি সাধারণ উদাহরণ হিসেবে ফিল্টারের কথা বলা যায়। এডিট করা ছবি একটু অস্পষ্ট দেখালে ফিল্টার দিয়ে তাকে সুন্দর করা যায়। এ জন্য ফিল্টার→স্টাইলাইজ→ডিফিউজ অপশন সিলেক্ট করুন। এবার এখানে অ্যানিস্ট্রফিক অপশন সিলেক্ট করলে ছবিটি আরও সুন্দর দেখাবে। কিন্তু মূল ছবি আগে থেকেই স্পষ্ট থাকলে তা ফিল্টার দিলে আরও খারাপ দেখাবে। সুতরাং একটি ছবি ভালোভাবে এডিট করতে হলে ইউজারকে বিভিন্ন টুল এবং অপশন সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে হবে কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com